ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ ইউনিট
ভর্তি নির্দেশিকা ২০১৬-২০১৭
(চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স)

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র জমাদান, পে-স্লিপ সংগ্রহ, ফিস জমাদানের রসিদ ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ ইত্যাদিসহ ভর্তির যাবতীয় প্রাথমিক কাজ অনলাইনে সম্পন্ন হবে। আবেদন করার সময়সীমা **২২-০৮-২০১৬ থেকে ০৭-০৯-২০১৬** পর্যন্ত। আবেদনকারী **১১-০৯-২০১৬** তারিখ থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে ।

প্রার্থীর প্রাথমিক যোগ্যতা

- যারা **২০১১** কিংবা পরবর্তীসালে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০১৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় মানবিক শাখায় উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই ভর্তি নির্দেশিকায় বর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে খ ইউনিটের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
- প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় **(৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ)** প্রাপ্ত জি.পি.এ-দ্বয়ের যোগফল অন্তত ৭:০০ (সাত) হতে হবে।
- কোনো কোনো বিভাগের ক্ষেত্রে ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত নম্বর/গ্রেডের শর্তও পূরণ করতে হবে।

IGCSE ('ও' লেভেল) এবং IAL/GCE ('এ' লেভেল) পাস প্রার্থী

- ২০১১ সাল কিংবা পরবর্তীকালে IGCSE ('ও' লেভেল) পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে এবং ২০১৬ সালের IAL/GCE ('এ' লেভেল) পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে 'এ' লেভেলে অন্ততপক্ষে দুটি মানবিক শাখার বিষয় থাকতে হবে। 'ও' লেভেলের এবং 'এ' লেভেলের ৭টি বিষয়ের মধ্যে অন্তত ৪টি বিষয়ে 'বি' গ্রেড এবং ৩টি বিষয়ে 'সি' গ্রেড প্রাপ্ত হতে হবে। এই ৭টি বিষয়ের কোনোটিতেই 'ডি' গ্রেড থাকতে পারবে না। 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ :

  এ = ৫.০ বি = ৪.০ সি = ৩.৫ ডি = ৩.০
- বিদেশে প্রাপ্ত ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট অনুষদ কর্তৃক সমতুল্য নিরূপিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীগণ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে।
- 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা বিদেশি সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীকে সমতা নিরূপণের জন্য প্রথমে তার ব্যক্তিগত ও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এবং গ্রেডশিটের ফটোকপিসহ কলা অনুষদের ডিন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। সমতা নির্ধারণের পর অনুষদ অফিস থেকে একটি Equivalent ID দেওয়া হবে।

অনলাইনে ভর্তির ফরম জমাদান, পে-স্লিপ ও প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য করণীয়

১. আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট (http://admission.eis.du.ac.bd)-এর মাধ্যমে করতে হবে। এই সাইটে আবেদনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিট-এর ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নোটিশ এবং লিঙ্ক দেখতে পাবে। খ ইউনিটে আবেদন করার পূর্বে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ওয়েবসাইট নির্দেশিকা ভালো করে পড়ে নিতে হবে। এছাড়াও প্রতি পেইজের উপরে হলুদ বক্সের নির্দেশাবলি পড়ে নিতে হবে।

২. ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন ২২এ আগস্ট ২০১৬ সকাল ১০.০০টা থেকে ০৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত করা যাবে।

৩. খ ইউনিটে ভর্তির আবেদন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটের 'আবেদন/লগইন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৪. 'আবেদন/লগইন' বাটনে ক্লিক করার পর 'আবেদন/লগইন'-এর তথ্যের পেইজে আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে 'অগ্রসর হোন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরবর্তী পেইজে আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলি এবং খ ইউনিটে আবেদন করার যোগ্যতা দেখা গেলে 'নিশ্চিত করছি' বাটন-এ ক্লিক করতে হবে।

৫. ওয়েবসাইটে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট ফরম্যাটে একটি ফরমাল ছবি, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোটার তথ্য দিতে হবে।

৬. ছবি এবং অন্যান্য তথ্য দেয়া হলে পরবর্তী পেইজে সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে যে কোনো মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস ১৬৩২১ নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী এই পেইজেই দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ৭(সাত) অক্ষরের একটি কনফারমেশন কোড পাবে। এই কনফারমেশন কোডটি আবেদনকারী পেইজের নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর 'নিশ্চিত করছি' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৭. সঠিক কনফারমেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূল পাতা দেখা যাবে। এই পেইজের মাধ্যমে আবেদনকারী খ ইউনিটে আবেদন করে টাকা জমার রসিদ সংগ্রহ করতে পারবে। এই পাতায় উল্লেখিত ইউনিটসমূহের মধ্য থেকে খ ইউনিটের পাশের 'আবেদন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। 'আবেদন' বাটনে ক্লিক করার পর খ ইউনিটের 'আবেদন' বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং খ ইউনিটের টাকা জমার রসিদের ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে। এছাড়া পরবর্তী সময়ে এই পেইজ থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ বা আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবে।

৮. উপর্যুক্ত পেইজ থেকে খ ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) সংগ্রহ করার জন্য ইউনিটের পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রসিদটি ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে নিতে হবে।

পেমেন্ট স্লিপটির দুটি অংশ থাকবে– উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : পেমেন্ট স্লিপের আবেদনকারীর অংশটি ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নয়। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের বিকল্প হিসেবেও এটি ব্যবহার করা যাবে না।]

৯. টাকা জমার রসিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারীর ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এরপর টাকা জমার রসিদের দুটি অংশেই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করে ০৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে রসিদে উল্লেখিত পরিমাণ টাকা (ভর্তি পরীক্ষার ফি, অনলাইন সার্ভিস ফি ও ব্যাংক চার্জ) দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রূপালী)-এর যে কোনো শাখায় ব্যাংক চলাকালীন জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণ স্বরূপ টাকা জমার রসিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দেবে।

১০. আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে খ ইউনিটের **'পেমেন্ট'** কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং আবেদনকারী **১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত** খ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে। ব্যাংক-এ টাকা জমা না দেয়া হলে আবেদনকারী খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১১. প্রবেশপত্রে ভর্তি পরীক্ষার Roll Number ও Serial Number থাকবে। প্রবেশপত্রের নির্দেশাবলিতে উল্লেখিত ডকুমেন্টসমূহ নিয়ে আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

১২. 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা বিদেশি সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীদের কলা অনুষদ ডিন অফিস থেকে প্রদত্ত Equivalent ID মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিকের রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথানিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সংগ্রহ করতে হবে।

১৩. আবেদনপত্র সংশোধনের সময় হলো ২৯-০৮-২০১৬ তারিখ থেকে ০৮-০৯-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।

খ ইউনিটভুক্ত বিভাগসমূহ

খ ইউনিটের মাধ্যমে মানবিক শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিভাগগুলোতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনে ভর্তি হতে পারবে।

ক. **কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ :** ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. আরবি ৪. ফারসি ভাষা ও সাহিত্য ৫. উর্দু ৬. সংস্কৃত ৭. পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ ৮. ইতিহাস ৯. দর্শন ১০. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১১. ইসলামিক স্টাডিজ ১২. তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ১৩. ভাষাবিজ্ঞান ১৪. থিয়েটার এন্ড পারফরমেনস স্টাডিজ ১৫. সংগীত ১৬. বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি ১৭. নৃত্যকলা।

খ. **সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ :** ১. অর্থনীতি ২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩. নৃবিজ্ঞান ৪. গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ৫. সমাজবিজ্ঞান ৬. লোক প্রশাসন ৭. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ৮. শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন ৯. উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ ১০. উন্নয়ন অধ্যয়ন ১১. পপুলেশন সায়েন্সেস ১২. টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন ১৩. ক্রিমিনোলজি ১৪. কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস (যোগাযোগ বৈকল্য)।

গ. **আইন অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ :** আইন।

ঘ. **আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ :** ভূগোল ও পরিবেশ।

ঙ. **জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ :** মনোবিজ্ঞান।

চ. **সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট :** সমাজকল্যাণ।

ছ. **স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট** : স্বাস্থ্য অর্থনীতি।

জ. **শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট** : শিক্ষা (বি.এড.)।

ঝ. **ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারাবিলিটি স্টাডিজ:** ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ।

ঞ. **আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট :** a) English for Speakers of Other Languages (ESOL).
b) French as a Foreign Language (FFL).

* বিশেষ দ্রষ্টব্য

মানবিক শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা ঘ ইউনিট-এর মাধ্যমে উল্লিখিত (ক থেকে ঞ) বিভাগগুলোতে কোনো অবস্থাতেই ভর্তি হতে পারবে না।

কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর জ্ঞাতব্য ও করণীয়

- ওয়ার্ড, উপজাতি, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক), হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি-নাতনি এবং খেলোয়াড় কোটার মাধ্যমে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অনলাইনে কোটার নির্দিষ্ট ঘরে ক্লিক করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে, প্রার্থী অনলাইনে যে কোটার ঘর পূরণ করেছে তাকে সে কোটার যোগ্যতার প্রমাণপত্র ও ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেখিয়ে নির্ধারিত ফরম কলা অনুষদের ডিন অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে অবশ্যই ফল প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে জমা দিতে হবে। ওয়ার্ড কোটার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট/অফিসের চেয়ারম্যান/পরিচালক/অফিস প্রধানের প্রত্যয়নপত্র, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র, এবং উপজাতি কোটার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব উপজাতি প্রধান/জেলা প্রশাসকের সনদপত্র

জমা দিতে হবে। যাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদ নেই তবে যারা সনদের জন্য আবেদন করেছে তাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। তবে ভর্তির জন্য চূড়ান্ত নির্বাচনের পূর্বে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র জমা দিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের মুক্তিযোদ্ধা সনদের সঠিকতা মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যাচাই করা হবে।

দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সঠিকতার সনদপত্র এবং হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়ের সংগঠন-প্রধানের সনদপত্র কলা অনুষদের ডিন অফিসে জমা দিতে হবে।

শুধুমাত্র বিকেএসপি হতে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা খেলোয়াড় কোটায় আবেদন করতে পারবে।

- **অনলাইনে কোটার নির্দিষ্ট ঘর ক্লিক না করলে পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই কোটার জন্য বিবেচিত হবে না।**

ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তিচ্ছুদের করণীয়

- ভর্তি পরীক্ষা **২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শুক্রবার সকাল দশটা থেকে এগারোটা** পর্যন্ত (**১ঘণ্টা ব্যাপী**) অনুষ্ঠিত হবে।
- **পরীক্ষার আসন বিন্যাস প্রার্থীর রোল নম্বর অথবা ফরমের সিরিয়াল নম্বর অনুসারে হবে। আসন বিন্যাস কলা অনুষদ ডিন অফিস ও ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।**
- ভর্তি পরীক্ষায় মোট নম্বর ১২০। পরীক্ষাটি এম সি কিউ (MCQ) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
- মোট ১২০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান — এই তিনটি বিষয়ে ১০০টি প্রশ্ন থাকবে। তিন বিষয়ের নম্বর বণ্টন নিম্নরূপ :

  বাংলা — ৩০; ইংরেজি — ৩০; সাধারণ জ্ঞান — ৬০

  সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠিত সমাজবিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ক)
- যারা মাতৃভাষা হিসেবে **বাংলা পড়েনি** কেবল তারাই **বাংলার পরিবর্তে Elective English-এর উত্তর দেবে এবং Elective English-এর বৃত্ত পূরণ করবে।**
- **প্রশ্নপত্র পাওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নপত্রে যে সেট-কোড আছে তা সেট-কোডের নির্দিষ্ট জায়গায় লিখে এবং রোল নম্বরের জায়গায় রোল নম্বর লিখে সংশ্লিষ্ট বৃত্ত পূরণ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।**
- **উত্তরপত্রের উপরিভাগে প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম যেভাবে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রে আছে ঠিক সেভাবে লিখতে হবে।**
- পরীক্ষায় OMR পদ্ধতির (একটি শিট) উত্তরপত্র বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহ করবে। অতিরিক্ত কোনো শিট দেওয়া হবে না। **সরবরাহকৃত উত্তরপত্রেই প্রশ্নের উত্তর বৃত্ত পূরণ করে চিহ্নিত করতে হবে।**
- **ভর্তি-পরীক্ষার ১২০ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর ৪৮। প্রার্থী ৪৮ নম্বর না পেলে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে অন্তত ৮ নম্বর, বাংলায় অন্তত ৮ নম্বর এবং সাধারণ জ্ঞানে অন্তত ১৭ নম্বর না পেলে প্রার্থী ভর্তির অযোগ্য বলে গণ্য হবে।**
- **প্রার্থীকে মনে রাখতে হবে যে, ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি ভুল উত্তরের জন্য নির্ধারিত নম্বরের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ .৩০ নম্বর কাটা যাবে।**
- **প্রার্থী কোনো অবস্থাতেই মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, বই ও কাগজপত্র (প্রবেশপত্র ছাড়া), ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসসংবলিত ঘড়ি ও কলম ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।**

- **পরীক্ষা শুরুর অন্তত ১০ মিনিট পূর্বে প্রার্থীকে অবশ্যই পরীক্ষার হলে নিজ আসন গ্রহণ করতে হবে।**

মেধাস্কোর তৈরির পদ্ধতি ও ভর্তির জন্য মনোনয়ন

- মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ (যদি থাকে) প্রাপ্ত জিপিএ-কে বা ও লেভেল পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত জিপিএ-কে ৬ দিয়ে গুণ করে, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ (যদি থাকে) প্রাপ্ত জিপিএ-কে বা এ লেভেল পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত জিপিএ-কে ১০ দিয়ে গুণ করে এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর– এ তিনটি যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাস্কোর নির্ধারিত হবে।

  ২০০ নম্বরের বিভাজন নিম্নরূপ :
  - ❖ মাধ্যমিক ও সমমানের বা 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ৩০-এর মধ্যে প্রাপ্ত জিপিএ।
  - ❖ উচ্চ-মাধ্যমিক বা সমমানের বা 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ৫০-এর মধ্যে প্রাপ্ত জিপিএ।
  - ❖ ভর্তি পরীক্ষায় ১২০ নম্বর।
- মেধাতালিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম যোগ্যতা সাপেক্ষে চূড়ান্ত ভর্তির জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষার ফল

- ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধাক্রমিক তালিকা যথাসময়ে ডিন অফিসে প্রদর্শিত হবে; সংবাদপত্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও দেওয়া হবে।
  ওয়েবসাইট : http://admission.eis.du.ac.bd

বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা

বিভাগ	সংশ্লিষ্ট বিষয় (ব্যতিক্রম উল্লেখ করা না হলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে বিষয় বা বিষয়গুলি থাকলে অনার্স নেওয়া যায়)	বিভাগ/ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম গ্রেড, নম্বর ও অন্যান্য যোগ্যতা/শর্ত
বাংলা	বাংলা	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৫ নম্বর এবং ইংরেজিতে ১২ নম্বর।
ইংরেজি	ইংরেজি	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। IGCSE বা 'ও' লেভেল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ে ন্যূনতম 'সি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৮ নম্বর।
আরবি	আরবি/ইসলামি শিক্ষা/ বাংলা/ ইংরেজি	দাখিল পরীক্ষায় আরবি বিষয়ে ন্যূনতম 'সি' গ্রেড; আলিম/ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরবি/ইসলামি শিক্ষা/বাংলা/ইংরেজিতে ন্যূনতম 'সি' গ্রেড। * আরবি বিভাগে ভর্তি হলে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম পর্যায়ে সাক্ষাৎকারভুক্ত প্রার্থীরা ব্যতীত অন্য প্রার্থীরা পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই বিভাগ পরিবর্তন করতে পারবে না।
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য	ফারসি/উর্দু/আরবি/ইসলামি শিক্ষা	আলিম/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফারসি/উর্দু/আরবি/ইসলামি শিক্ষায় 'বি' গ্রেড/ বাংলা অথবা ইংরেজিতে 'বি' গ্রেড।

		* ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হলে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাৎকারভুক্ত প্রার্থীরা ব্যতীত অন্য প্রার্থীরা পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই বিভাগ পরিবর্তন করতে পারবে না।
উর্দু	উর্দু/আরবি/ইসলাম শিক্ষা/ বাংলা/ইংরেজি	আলিম/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্দু/আরবি/ইসলামি শিক্ষা/বাংলা/ইংরেজিতে 'বি' গ্রেড। *উর্দু বিভাগে ভর্তি হলে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাৎকারভুক্ত প্রার্থীরা ব্যতীত অন্য প্রার্থীরা পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই বিভাগ পরিবর্তন করতে পারবে না।
সংস্কৃত	সংস্কৃত/বাংলা/ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দুধর্ম/ বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাবোর্ডের আদ্য পরীক্ষায় সংস্কৃত	উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় সংস্কৃত ও হিন্দু ধর্ম বিষয়ে 'এ' গ্রেড এবং আদ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ **অথবা** উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলায় 'এ+' গ্রেড। * সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হলে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাৎকারভুক্ত প্রার্থীরা ব্যতীত অন্য প্রার্থীরা পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই বিভাগ পরিবর্তন করতে পারবে না।
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ	পালি/বাংলা/মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৌদ্ধধর্ম	মাধ্যমিক পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পালি অথবা বাংলায় 'এ' গ্রেড/আদ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ। * পালি বিভাগে ভর্তি হলে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাৎকারভুক্ত প্রার্থীরা ব্যতীত অন্য প্রার্থীরা পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই বিভাগ পরিবর্তন করতে পারবে না।
ইতিহাস	ইতিহাস/ইংরেজি/বাংলা/ অর্থনীতি/ইসলামের ইতিহাস/পৌরনীতি/ভূগোল/ যুক্তিবিদ্যা/সমাজকল্যাণ/ সমাজবিজ্ঞান	ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৩ নম্বর; ইংরেজিতে ১২ নম্বর।
দর্শন	যুক্তিবিদ্যা/পৌরনীতি/ মনোবিজ্ঞান/ গণিত/অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস/ ইসলামিক স্টাডিজ	ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১২ নম্বর; ইংরেজিতে ১২ নম্বর।
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	ইসলামের ইতিহাস/ইতিহাস/ আরবি/ইসলামিক স্টাডিজ/ বাংলা/ইংরেজি/পৌরনীতি/ অর্থনীতি/ভূগোল/যুক্তিবিদ্যা/ মনোবিজ্ঞান/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকল্যাণ	ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১০ নম্বর, ইংরেজিতে ১০ নম্বর।
ইসলামিক স্টাডিজ	ইসলামিক স্টাডিজ/ইতিহাস/ আরবি/ইসলামের ইতিহাস/ বাংলা/ইংরেজি/পৌরনীতি/ ভূগোল/যুক্তিবিদ্যা/মনোবিজ্ঞান/ সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ	অতিরিক্ত কোনো শর্ত নেই।
তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা		উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি প্রতি বিষয়ে 'বি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৪ নম্বর, ইংরেজিতে ১৪ নম্বর।

ভাষাবিজ্ঞান	উচ্চ-মাধ্যমিক/আলিম পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় বাংলায় ২০০ নম্বরের ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৩ নম্বর; ইংরেজিতে ১৩ নম্বর।
থিয়েটার এন্ড পারফরমেনস স্টাডিজ		ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও ৫০ নম্বরের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ২৫ নম্বর। * থিয়েটার এন্ড পারফরমেনস স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হলে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাৎকারভুক্ত প্রার্থীরা ব্যতীত অন্য প্রার্থীরা পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই বিভাগ পরিবর্তন করতে পারবে না।
সংগীত		ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও ৫০ নম্বরের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ২৫ নম্বর। সংগীত বিষয়ে 'আই মিউজ' পরীক্ষায় 'সি'গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে তাদের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যন্ত্র সংগীত বিষয়ে পড়তে আগ্রহী প্রার্থীকেও ভর্তির জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। * সংগীত বিভাগে ভর্তি হলে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাৎকারভুক্ত প্রার্থীরা ব্যতীত অন্য প্রার্থীরা পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই বিভাগ পরিবর্তন করতে পারবে না।
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি	ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস, ভূগোল/ পৌরনীতি/ যুক্তিবিদ্যা/মানতিক/ইসলাম শিক্ষা/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকল্যাণ	ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৩ নম্বর।
নৃত্যকলা		ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও ৫০ নম্বরের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ২৫ নম্বর। সংগীত বিষয়ে 'আই মিউজ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ভর্তির জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। *নৃত্যকলা বিভাগে ভর্তি হলে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাৎকারভুক্ত প্রার্থীরা ব্যতীত অন্য প্রার্থীরা পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই বিভাগ পরিবর্তন করতে পারবে না।
অর্থনীতি	অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান *ইসলামিক অর্থনীতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি অর্থনীতির বিকল্প নয়	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান-এর যেকোনো বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা; অর্থনীতিতে 'বি' গ্রেড; গণিতে 'এ' গ্রেড; পরিসংখ্যানে 'এ' গ্রেড; ইংরেজিতে বি গ্রেড। GCE-এর ক্ষেত্রে গণিত অথবা অর্থনীতিতে 'বি' গ্রেড এবং ইংরেজিতে 'বি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৬ নম্বর।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস/ পৌরনীতি/অর্থনীতি/ভূগোল/ সমাজবিজ্ঞান/যুক্তিবিদ্যা/ পরিসংখ্যান/মনোবিজ্ঞান	উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে 'বি'গ্রেড। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলায় ২০০ নম্বর এবং ইংরেজিতে ২০০ নম্বর। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৪ নম্বর।
সমাজবিজ্ঞান	সমাজবিজ্ঞান/ইতিহাস/ ইসলামের ইতিহাস/পৌরনীতি/ অর্থনীতি/ভূগোল/যুক্তিবিদ্যা/	উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৪ নম্বর; বাংলায় ১২ নম্বর।

	মনোবিজ্ঞান	
লোক প্রশাসন		'এ' এবং 'ও' লেভেল পরীক্ষায় গণিত ও ইংরেজিতে 'বি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৭ নম্বর।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	পৌরনীতি/অর্থনীতি/ইতিহাস/ সমাজবিজ্ঞান	ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১২ নম্বর; ইংরেজিতে ১৩ নম্বর।
নৃবিজ্ঞান	সমাজবিজ্ঞান/ইতিহাস/ ভূগোল/ পৌরনীতি/অর্থনীতি/মনোবিজ্ঞান	ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৪ নম্বর; বাংলায় ১০ নম্বর।
উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ	বাংলা/ইংরেজি	উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলায় ২০০ নম্বর, ইংরেজিতে ২০০ নম্বর; বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়ে 'বি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৬ নম্বর; ইংরেজিতে ১৬ নম্বর।
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন		ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৪ নম্বর; ইংরেজিতে ১৬ নম্বর।
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা		মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা এবং ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা– দুটির প্রত্যেকটিতে 'বি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৪ নম্বর এবং ইংরেজিতে ১৬ নম্বর।
উন্নয়ন অধ্যয়ন	পরিসংখ্যান/অর্থনীতি/গণিত *ইসলামী অর্থনীতি/বাণিজ্যিক অর্থনীতি/গার্হস্থ্য অর্থনীতি অর্থনীতির বিকল্প নয়	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে 'এ' গ্রেড/ জি.সি.ই 'এ'-লেভেল পরীক্ষায় 'বি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৬ নম্বর।
পপুলেশন সায়েন্সেস		উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বর। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৬ নম্বর।
আইন		IGCSE বা 'ও' লেভেল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ে ন্যূনতম 'সি' গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় Elective English-এ ন্যূনতম ১৪ নম্বর। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৪ নম্বর; ইংরেজিতে ১৮ নম্বর।
ভূগোল ও পরিবেশ	ভূগোল/ইতিহাস/অর্থনীতি/পৌর নীতি/পরিসংখ্যান/সমাজবিজ্ঞান/ কম্পিউটার	ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১২ নম্বর।
মনোবিজ্ঞান		অতিরিক্ত কোনো শর্ত নেই।
সমাজকল্যাণ	সমাজকল্যাণ/সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনীতি/পৌরনীতি/গার্হস্থ্য অর্থনীতি/মনোবিজ্ঞান/গণিত/ যুক্তিবিদ্যা/পরিসংখ্যান/ভূগোল	ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১২ নম্বর। *ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে হবে।
শিক্ষা (বি.এড.)		ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১২ নম্বর, ইংরেজিতে ১২ নম্বর।
স্বাস্থ্য অর্থনীতি	অর্থনীতি/ইসলামি অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান	উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের অর্থনীতি/ইসলামি অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান-এর যে কোনো একটি বিষয়ে 'বি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৩ নম্বর।
ডিজাস্টার	সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ/	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় বাংলায় ২০০ নম্বরের

ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ	পৌরনীতি/ অর্থনীতি/ইতিহাস/ ভূগোল/যুক্তিবিদ্যা/মনোবিজ্ঞান/ পরিসংখ্যান	ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা/'এ' লেভেল পরীক্ষায় 'বি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৬ নম্বর।
টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন		উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ২০০ নম্বর এবং ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বর। GEC-র ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত প্রযোজ্য নয়। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১২ নম্বর; বাংলায় ১০ নম্বর।
ক্রিমিনোলজি		মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা ২০০ ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা; 'ও' লেভেল ও 'এ' লেভেল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে না। ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১৬ নম্বর।
কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস (যোগাযোগ বৈকল্য)	মনোবিজ্ঞান/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকল্যাণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা ২০০ ও ইংরোজতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১২ নম্বর; ইংরেজিতে ১২ নম্বর।
English for Speakers of Other Languages (ESOL)		মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে প্রতিটিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। IGCSE বা 'ও' লেভেল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ে ন্যূনতম 'সি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ন্যূনতম ১২ নম্বর; ইংরেজিতে ন্যূনতম ১৬ নম্বর।
French as a Foreign Language (FFL)		মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে প্রতিটিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। IGCSE বা 'ও' লেভেল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ে ন্যূনতম 'সি' গ্রেড। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ন্যূনতম ১২ নম্বর; ইংরেজিতে ন্যূনতম ১৫ নম্বর।

সাক্ষাৎকার

- কলা অনুষদের ডিন অফিসে ঘোষিত তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।
- সাক্ষাৎকারের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই (ক) ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র (খ) এসএসসি ও এইচএসসির মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট (গ) দুই কপি পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি আনতে হবে।
- সাক্ষাৎকারের পূর্বে প্রার্থীকে তার পছন্দ অনুযায়ী বিভাগের নাম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লিখে একটি 'preference form' পূরণ করতে হবে।
- কেবল মেধাতালিকার ভিত্তিতেই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। নির্ধারিত আসন সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশি সংখ্যক প্রার্থীকে ডাকা হবে এ কারণে যে, কিছু প্রার্থী অনুপস্থিত থাকতে পারে। তবে আসন সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা বিভাগগুলিতে ভর্তির জন্য সাক্ষাৎকার বন্ধ হয়ে যাবে।
- সাক্ষাৎকারের সময় নির্দিষ্ট বিভাগে ভর্তির জন্য মনোনীত হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগের শেষ তারিখ উল্লেখ করে প্রার্থীকে একটি মনোনয়ন ফরম দেওয়া হবে।
- আরবি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, উর্দু, সংস্কৃত, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ, সংগীত এবং নৃত্যকলা বিভাগের নির্ধারিত আসন সংখ্যা পূরণের জন্য প্রথমে ঘোষিত মেধাক্রম-তালিকার পরেও প্রয়োজনে বেশ কিছু প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে

মনে রাখতে হবে, যারা এই সকল বিভাগে ভর্তির শর্ত পূরণ করবে, কেবল তাদের মধ্য থেকেই মেধাক্রম অনুযায়ী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।

মনোনয়ন প্রাপ্তির পরে প্রার্থীর করণীয়

- প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করে বিভাগের অফিস থেকে পে-ইন-স্লিপ সংগ্রহ করতে হবে এবং পে-ইন-স্লিপে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জনতা ব্যাংকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র শাখায় জমা দিয়ে পে-ইন-স্লিপের কাউন্টার ফয়েল বিভাগীয় অফিসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিয়ে ভর্তি-ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
- কোনো বিভাগে ভর্তির জন্য মনোনীত হয়ে সেই বিভাগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে প্রার্থী ভর্তির সুযোগ হারাবে।
- কোনো বিভাগে ভর্তি হলে সে বিভাগ যদি প্রার্থীর মনঃপুত না হয়, তাহলে পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে, ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতায় কোনো ব্যতিক্রম উল্লেখ না থাকলে কিংবা বিভাগীয় শর্ত না থাকলে মেধা অনুসারে প্রার্থী বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ পাবে।
- বিভাগের চাহিদা অনুসারে প্রার্থীকে নিম্নলিখিত কাগজপত্র আনতে হবে :
  - ক. ৮ কপি পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি;
  - খ. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা সমমানের পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট এবং দুই কপি করে নম্বরপত্রের/ট্রান্সক্রিপ্টের ফটোকপি;
  - গ. উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র ও ২টি ফটোকপি;
  - ঘ. অভিভাবকের আয়ের সনদপত্র;
  - ঙ. কলেজ অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ইত্যাদি।

ছবি ও ফটোকপিগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক সত্যায়িত করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভর্তিসংক্রান্ত নিয়মনীতির যে-কোনো ধারা ও উপধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।